১০+ সাধারণ বিরোধিতাগুলি কি কি?

মূল শব্দ

বিরোধিতাসমূহ...

প্রায়শই একটি অপ্রধান বিষয়কে চাপা দিয়ে রাখে।

১. **আদম হবার নামকরণ করেছিলেন, তাই সে ভারপ্রাপ্ত।**

এখানে দুটি নামকরণ ছিল। প্রথম নামটি আদমের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে পয়দা ২:৩৩। আর আদম তাদের মিল পৃথিবীর প্রথম কবিতায় বর্ণনা করলেন।("আমার অস্থির অস্থি, মাংসের মাংস"), এবং তার উপযুক্ত সঙ্গীর সন্ধান পূর্ণ হল। এখানে এমন কিছু বলা হয়নি যে আদম হবার উপর দায়িত্বপ্রাপ্ত/ভারপ্রাপ্ত, বরং তিনি অনেক আনন্দিত ছিলেন! দ্বিতীয়বার পুরুষ যখন নারীর নামকরণ করলেন এটি ছিল পয়দা. ৩:২০ আয়াত। এই গল্পে, তারা এক ছিলেন না, এবং পাপমুক্তও ছিলেন না। আদম তাকে তার জৈবিক গঠনের উপর ভিত্তি করে ডেকেছিলেন ("সমস্ত জীবিতের মাতা")। এই সময়ে, পাপে-পতনের পরের সময়ে আদম হবার উপরে কতৃত্ব করেছিলেন।

২. **হবা আদমের পারিবারিক নাম গ্রহণ করেছিলেন।**

প্রকৃতপক্ষে, উভয়ই "আদম"= মনুষ্যজাতি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পয়দা ৫:১-২ আয়াত দেখুন, "আদম" সব সময় সঠিক ছিল না। বর্তমনে কিছু সংস্কৃতিতে নারীরা পুরুষের নামের শেষ অংশ গ্রহণ করে থাকেন। অনেক এশিয়ান সংস্কৃতিতে মেয়েরা তাদের নাম অপরিবর্তনীয় রাখে, এবং সন্তানেরা পিতার শেষ নাম ধারণ করে।

৩. **হবা ডুমুর পাতা সেলাই করেছিলেন।**

লেখায় নেই। লোকেরা যারা তাদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পড়ছেন, তারাই দাবি করে থাকেন হবা ডুমুর পাতা সেলাই করেছিলেন।.

৪. **প্রথম মানুষ তার স্ত্রীর "পরামর্শে" বিপথগামী হয়েছিলেন।**

আল্লাহ্ স্বাভাবিকভাবেই সত্য কথা বলছিলেন (পয়দা ৩:১৭)। পরামর্শ শোনা অবাধ্যতা নির্দেশ করে না। নিষিদ্ধ গাছের ফল গ্রহণ করাই ছিল অবাধ্যতা। আল্লাহ্ অব্রাহমকেও তার কথা শুনতে বলেছিলেন(পয়দা. ২১:১২)।

৫. **পুরুষ প্রথমে সৃষ্ট তাই তিনিই প্রধান।**

পুরুষ নারীর আগে সৃষ্টি বটে, কিন্তু মানুষেরও আগে সৃষ্টি কি? পশুপাখি, গাছপালা, ও মাটি।

৬. **নারীরা সহজেই প্রতারিত হয়।**

আপনি কোন বোকা লোককে জানেন? আমরা জানি। আপনি কোন বোকা মহিলা'কে চেনেন? আমরা চিনি। তিনি কি পুরুষ ছিলেন না নারী যিনি ইসলাম, বৌদ্ধধর্ম, সাম্যবাদ শুরু করেছিলেন? প্রকৃতপক্ষে এসব মতাদর্শ পুরুষদের দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে যা কোটি কোটি মানুষের উপর প্রভাব ফেলেছে। শয়তান যে কোন লিঙ্গের মানুষকে বিপথগামী করতে পারে। ধার্মিকা নারীদের চিন্তা, মন, ও মস্তিস্কের উপর বিশ্বাস রাখুন।

৭. **নারীদের ঘরে থাকা উচিত।**

কিতাবে এটি কোথায় লেখা আছে? কোথাও না। আল্লাহ্ নারী ও পুরুষ উভয়কেই "পৃথিবীর উপর কতৃত্ব" করার অধিকার দিয়েছেন। এর পাশাপাশি পৌল মহিলাদের ঘর সামাল দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তীত ২:৪-৫ আয়াতে তিনি "অলস/অকর্মন্য" (১:১২) এর বিপরীতে গৃহে "কর্মোঠ/ব্যস্ত" এমনভাবে চিত্রিত করেছেন। তিনি কখনোই নারীদের ঘরে বন্দী থাকতে বলছেন না। আপনি কিতাবের এমন কোন মহিলার কথা বলতে পারবেন যিনি ঘরের বাইরে কাজ করেছেন? আমরা তো পারব!

৮. **কিতাবে কোন নারী যাজকের নাম নেই।**

কোন পুরুষ যাজকের নামও নেই। যাজক শব্দটি মাত্র একবার নুতন নিয়মের ইফিষীয় ৪:১১ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে কোন "প্রবীণ যাজক", "কার্যনির্বাহী যাজক", "শিক্ষক যাজক" এমনকি আধুনিক কোন নামই ছিল না।

৯. **পুরুষেরাই "ভাববাদী", "তবলিগকারী", এবং "রাজা"।**

ভাইয়েরা, শান্ত হোন। ঈসা একাই ত্রিত্ব, কিন্তু বাইবেল কখনো বলেনি সকল দায়িত্ব তোমার। পুরাতন/নুতন নিয়মে, এই দায়িত্বগুলোকে কখনোই এক ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়নি। একমাত্র ঈসাই পারেন এই ত্রিত্বকে পরিপূর্ণ করতে!

১০. **পুলপিটে একজন নারী হল: "জমাতে অনৈতিকতা প্রবেশ করানোর পিচ্ছিল ঢাল", বা, "একটি উট যা তাবুর মধ্যে নাক ঢুকিয়েছে, এবং শীঘ্রই সম্পূর্ণ উটটি তাবুর মধ্যে প্রবেশ করবে"।**

নারী হয়ে জন্মানো কোন পাপ নয়, আবার মেয়েরা উটের মতোও নয়! যা কিছু শুদ্ধ এবং পবিত্র তা গ্রহণ করুন। পাপ'কে বর্জন করুন। বুঝুন কোন কোন গুণাবলি একজন মানুষকে জামাতের নেতৃত্বের জন্য উপযুক্ত করে তোলে... সচ্ছতায় বৃদ্ধি লাভ, বিশ্বাস পরিপক্ক করুন।

১১. **কর্তা ছাড়া একটি বিয়ে হল: "নাবিক ছাড়া জাহাজের মতো", "সেনা প্রধান ছাড়া সৈন্যদল", "একটি দু-মুখো রাক্ষস"!**

জাহাজ এবং সৈন্যের ক্ষেত্রে হয়ত এটি সঠিক চিত্রায়ন কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে এটি সঠিকভাবে প্রযোজ্য নয়। উভয়েই তাদের সক্ষমতা অনুসারে পরিচালনা দান করতে পারেন, যেমন ভাল বন্ধুরা করে থাকে। দুটি হৃদয়ের/মনের একতার সাথে কাজ করাই হল আদর্শ ও শক্তিশালী গঠন।

এমন আরও বহু অভিযোগের সহজ উত্তর রয়েছে!

উপসংহার

আল্লাহ্‌র চরিত্র, আল্লাহ্‌র রাজ্য, এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য মনে রাখুন। তিনি তার রাজ্যের জন্য কর্মী বৃদ্ধি করতে চান।

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি আল্লাহ্ সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?